কয়েক মাসের খবর (২০ জানুয়ারি- ১৫ এপ্রিল, ২০১৮)

শ্রমজীবী মানুষ

নির্মাণ শিল্পে বছরে মারা যাচ্ছেন ১৫০ শ্রমিক

জানুয়ারি ২৫, ২০১৮, বণিক বার্তা

দেশের মোট শ্রমশক্তির ৯০ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক। এ শ্রমিকদের একটি বড় অংশ কাজ করে নির্মাণ খাতে। আর কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় বেশি হতাহতের ঘটনাও ঘটে এ খাতে। এ শিল্পে প্রতি বছর গড়ে ১৫০ জন নির্মাণ শ্রমিক মারা যান। এ হিসাবে গত ১০ বছরে নিহতের সংখ্যা বেড়েছে ৩১ শতাংশ। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশ অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশনের (ওশি) বিশ্লেষণে এ চিত্র উঠে এসেছে।

ওশির প্রকাশিত বার্ষিক সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে নির্মাণ খাতে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ২০১৭ সালে ১৭৯ শ্রমিক নিহত ও আহত হয়েছেন ৪২ জন। শ্রমিক হতাহতের দিক থেকে এ খাতের অবস্থান দ্বিতীয়। ২০১৬ সালেও নির্মাণ খাতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক শ্রমিক নিহত হন। ওই বছর নিহত হন ১৪৭ শ্রমিক।

ওশির বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ১০ বছরে ঝরে গেছে ১ হাজার ৫০৯ নির্মাণ শ্রমিকের প্রাণ। এ হিসাবে প্রতি বছর গড়ে মারা গেছেন ১৫০ জন। ২০০৮ সালে নিহত নির্মাণ শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৩৬। ২০১৭ সালে মারা গেছেন ১৭৯ জন। এ হিসাবে গত ১০ বছরে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে ৩১ শতাংশ।

শ্রমিক প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, শ্রমিক হতাহতের প্রধান দুটি কারণ হচ্ছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট এবং ওপর থেকে পড়ে যাওয়া। তাছাড়া নির্মাণসামগ্রীর আঘাত, গ্যাস বা ধোঁয়ায় দমবন্ধ হওয়া এবং আগুনে পুড়ে অনেকে হতাহত হন। নির্মাণ শ্রমিকরা পেশাগত নানা স্বাস্থ্য সমস্যা, যেমন শ্বাসকষ্ট, কানে কম শোনা ও বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগে ভোগেন।

ওশিন নির্বাহী পরিচালক এআর চৌধুরী রিপন বলেন, হতাহতের সংখ্যা বাড়ার কারণ হচ্ছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপকরণ ব্যবহার না করা। অথচ হেলমেট, গ্লাভস, সুরক্ষা চশমা, সেফটি বেল্ট ব্যবহার করলে অনেক দুর্ঘটনাই কমানো যেত। তাছাড়া নির্মাণাধীন স্থাপনা বা ভবনে প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামের ব্যবস্থা রাখলে ছোটখাটো দুর্ঘটনা থেকে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি অনেকাংশেই কমানো সম্ভব। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, স্থাপনা নির্মাণকালে সেফটি সংস্কৃতি বাস্তবায়নে আমরা অনেক পিছিয়ে।

জানা গেছে, ২০১৭ সালে নিহত ১৭৯ জনের মধ্যে ১৭৫ জনই ছিলেন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নির্মাণ শ্রমিক। ফলে এ বিপুলসংখ্যক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক শ্রম আইনের আওতায় না থাকায় তাদের পরিবার কোনো ক্ষতিপূরণ পায় না। তাছাড়া জরিপ অনুযায়ী, ২০১৭ সালে ১০৩ জন দিনমজুর মারা গেছেন, যাদের অধিকাংশই কোনো না কোনোভাবে নির্মাণসংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত ছিলেন। এ সংখ্যা যোগ করলে নির্মাণ খাতে নিহতের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে। দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪ দশমিক ৪ শতাংশ জুড়ে রয়েছে নির্মাণ খাতের শ্রমিক। কিন্তু হতাহতের পরিমাণের দিক থেকে নির্মাণ শ্রমিকরা হচ্ছেন ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ।

কাফনের কাপড় জড়িয়ে রাজপথে গ্রামীণফোনের কর্মীরা

০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, ইত্তেফাক

এবার কাফনের কাপড় শরীরে জড়িয়ে বকেয়া বেতন ও ইনক্রিমেন্টের ৭শ' কোটি টাকা পরিশোধের দাবিতে রাজপথে নামেন গ্রামীণফোনের কর্মীরা। পাওনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরবে না বলেও শপথ করেন ৬ শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাওনা টাকা পরিশোধ না করলে কঠিন আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণাও তাদের। দাবি আদায়ে প্রয়োজনে সারা দেশের গ্রামীণফোনের অফিসে তালা ও ঘেরাও করার হুমকি দিয়েছে গ্রামীণফোন শ্রমিক-কর্মচারী পরিষদ ও গ্রামীণফোন শ্রমিক-কর্মচারী লীগ।

গতকাল শনিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশে এই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। গ্রামীণফোনের শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবির প্রতি একাত্মতা পোষণ করে বাংলাদেশ বেসরকারি পাট, সুতা ও বস্ত্রকল শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন শ্রমিকদের পাওনা আদায়ে আন্দোলন সংগ্রামে পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছে।

লেগুনার ওরা, কচি মুঠোয় কঠোর জীবন

০৪ মার্চ ২০১৮, প্রথম আলো

মোহাম্মদপুর-লিংক রোড ও মোহাম্মদপুর-ফার্মগেট এই দুটি সড়কপথে ৩০ জনের বেশি শিশু-কিশোর লেগুনার হেলপারি করে। সেই কাক ডাকা ভোর থেকে অনেক রাত অবধি কাজ করতে হয়। এক দিন পরপর চলে তাদের এই ১৮ ঘণ্টার কাজ। সংসারের টানাটানি থেকেই তাদের এই জীবনের ঘানি টানা। এই তিন বন্ধুর মতো রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অনেক শিশু-কিশোর এভাবেই গায়েগতরে খেটে জীবিকা চালায়। টানে সংসারের বোঝা।

দিনে কত টাকা মজুরি পাওয়া যায়, জানতে চাইলে ইলিয়াস বলে, 'কোনো দিন চারশ পাই, কোনো দিন তিনশ পাই, কোনো দিন আড়াইশ। আবার কোনো দিন পাইও না। জমা-জুমা দিয়া থাকলে পাই, নাইলে নাই।' কাজ শেষে টাকা পাওয়ার বিষয়ে ইলিয়াস বলে, 'কোনো কোনো ওস্তাদ (চালক) গাঁজা খায়, বাবা (ইয়াবা) খায়। ডিউটি শ্যাষে কোনো কোনো দিন ট্যাকা দেয় না। ডিউটি শ্যাষে ট্যাকা না দিলে কষ্ট পাই।'

তার কথায় সায় দিয়ে রবিন ও ইউসুফ বলে, 'ওস্তাদ ভালো হইলে ডিউটি শ্যাষে দুইশ, আড়াইশ আবার তিনশ ট্যাকাও পাওয়া যায়। ওস্তাদ খারাপ হইলে ট্যাকা নিয়ে ঝামেলা করে।' ওস্তাদদের মতো নেশাজাতীয় তারা কিছু খায় কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ইউসুফ বলে, 'খাইলে মাঝে মাঝে সিগারেটটা খাই।' তার কথা কেড়ে নিয়ে ইলিয়াস বলে, 'আমরা হাবিজাবি কিছু খাই না। খাইলে বিড়িটাই খাই। তাও ওস্তাদ গো সামনে খাই না।' পড়ালেখা যেহেতু করা হয়নি, তাই এই লাইনে থেকেই লেগুনা চালানো শিখে ড্রাইভার হওয়ার ইচ্ছা তিন বন্ধুর। সম্ভব হলে লেগুনার মালিক হয়ে নিজেই নিজের গাড়ি চালানোর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে তাদের।

লেগুনার চালক, সহকারী ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মোহাম্মদপুর-লিংক রোড সড়কপথে প্রতিদিন ২৮ থেকে ৩০টি লেগুনা চলে। দিনের পালা ব্যবস্থায় (ডে শিফট সিস্টেম) কাজ করেন চালক ও সহকারী। অর্থাৎ প্রথম দিন কাজ করলে দ্বিতীয় দিন বাধ্যতামূলকভাবে বিশ্রামে থাকতে হয়।

দ্বিতীয় দিন অন্য শিফটের চালক ও সহকারীরা কাজ করার সুযোগ পায়। প্রতিদিন লেগুনার ভাড়াবাবদ মালিককে জমা দিতে হয় ১ হাজার ৪০০ টাকা, সড়কপথে চলাচলের জন্য কয়েকটি প্রভাবশালী চক্রকে লেগুনাপ্রতি চাঁদা দিতে হয় ৬৯০ টাকা। এ ছাড়া গ্যাসের খরচ ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা। এবার যা বাড়তি টাকা থাকে, তা লেগুনাচালক নেন।

এরপর চালক তাঁর সহকারীকে মর্জি মাফিক টাকা দিয়ে থাকেন। সেটা ৫০ টাকা থেকে শুরু করে ৪০০ টাকা। তবে সচরাচর ২০০ টাকা থেকে ২৫০ টাকাই দেওয়া হয়। চালকেরা সাধারণত হেলপার হিসেবে শিশু-কিশোরদের অগ্রাধিকার দেন। কারণ, তাদের নিজের খেয়াল-খুশিমতো টাকা দিয়ে বিদায় করা যায়। কিন্তু তরুণ, যুবক বয়সের সহকারীদের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না।

'গালি দেয়, গায়ে হাত দেয়, প্রতিবাদ করলে চাকরি নাই'

৫ মার্চ ২০১৮, বিবিসি বাংলা

বাংলাদেশে সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, তৈরি পোশাক কারখানায় ৮০ শতাংশের বেশি নারী শ্রমিক গালিগালাজ, হুমকি এবং ধমকসহ বিভিন্ন ধরণের মানসিক নিপীড়নের শিকার হন।

এসবের প্রতিবাদ করলে চাকরিচ্যুত করার হুমকি দেয়া হয় বলে অভিযোগ শ্রমিকদের।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজের শিক্ষক, ড: জাকির হোসেন, তার একজন সহকর্মীকে নিয়ে গবেষণাটি করেছেন।

তিনি বলছেন, ঢাকা ও গাজীপুরে নারী শ্রমিকের ওপর চালানো ঐ গবেষণায় দেখা গেছে, ৮০ শতাংশের বেশি নারী শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে কোনো না কোনো হেনস্থা এবং নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

এর মধ্যে বড় অংশটি মৌখিক নির্যাতনের শিকার।

দর্জি কারখানায় নিম্নতম মোট মজুরি ৪ হাজার ৮৫০ টাকা

২৯ মার্চ, ২০১৮, বণিক বার্তা

দর্জি কারখানার সব শ্রমিকের নিম্নতম মজুরির নতুন কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন কাঠামোয় এ খাতের নিম্নতম মোট মজুরি নির্ধারণ হয়েছে ৪ হাজার ৮৫০ টাকা। .. ..

নতুন কাঠামো অনুযায়ী, দর্জি শিল্পে গ্রেড ৫-এর একজন অদক্ষ হেলপারের মূল মজুরি হবে জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় শহরে ৩ হাজার টাকা। এর সঙ্গে জেলা ও উপজেলা শহরে বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ও যাতায়াত ভাতা হিসেবে যোগ হবে যথাক্রমে ১ হাজার ৫০, ৫০০ ও ৩০০ টাকা। সব মিলিয়ে মজুরি দাঁড়াবে ৪ হাজার ৮৫০ টাকা। বিভাগীয় শহরে মূল মজুরির সঙ্গে যোগ হবে বাড়িভাড়া ১ হাজার ২০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা ও যাতায়াত ভাতা ৩০০ টাকা। অর্থাৎ বিভাগীয় শহরে নিম্নতম মোট মজুরি হবে ৫ হাজার টাকা।

পিস রেটে কাজ করা শ্রমিকদেরও নিম্নতম মজুরির হার নির্ধারণ করা হয়েছে। পণ্যভিত্তিক মজুরি কাঠামোয় দেখা যায়, কোট সেলাইয়ে পিস প্রতি মজুরি ৬০০, প্যান্টে ১৬৫, শেরওয়ানিতে ৭০০, সাফারিতে ৩০০, ডাক্তারদের অ্যাপ্রোনে ২০০, বোরকায় ২০০, ম্যাক্সিতে ১০০, শার্টে ১১৫, পাঞ্জাবিতে ১২০, পায়জামায় ৮০, বাউজে ৫০ ও সালোয়ারে ৭০ টাকা। এছাড়া স্কুল ড্রেস প্রতি সেটের জন্য সেলাই কারিগররা ২০০ টাকা ও প্রতি সেট থ্রিপিসের জন্য ১৬০ টাকা পাবেন।.. ..

রসুনের দাম কম হওয়ায় কৃষকের আত্মহত্যা

২৯ মার্চ ২০১৮, যুগান্তর

বড়াইগ্রামে রসুনের দাম কম হওয়ায় ঋণ পরিশোধ করতে না পারার আশঙ্কায় এক কৃষক গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

উপজেলার মাঝগাঁও ইউনিয়নের মানিকপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রুহুল আমিন (২৮) মানিকপুর গ্রামের সলিম উদ্দিন প্রামাণিকের ছেলে।

নিহতের স্বজনরা জানান, সম্প্রতি রুহুল আমিন সাংসারিক ব্যয় মেটাতে গিয়ে কিছু টাকা ঋণী হয়ে পড়েন। ঋণ পরিশোধের আশায় তিনি প্রায় দেড় বিঘা জমিতে রসুন চাষ করেন। কিন্তু বাজারে দাম কম হওয়ায় উৎপাদিত রসুন বিক্রি করে ঋণ শোধ করা সম্ভব নয় ভেবে তিনি হতাশায় ভূগছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি মায়ের সঙ্গে রসুন মাপা অবস্থায় কিছু সময়ের জন্য বাড়ির বাইরে যান। বেশকিছু সময় পরেও ফিরে না আসায় খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে বাড়ির পেছনের আমগাছের সঙ্গে তার ঝুলন্ত লাশ পাওয়া যায়।

গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের ছয় নেতাসহ ৭ জন কারাগারে

০১ এপ্রিল ২০১৮, প্রথম আলো

তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলায় গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের (টিইউসি) সাধারণ সম্পাদকসহ সাতজনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ ঢাকার মহানগর হাকিম মিজানুর রহমান এ আদেশ দেন। এর আগে সংগঠনটির সভাপতি মন্টু ঘোষসহ আটজন নেতা আত্মসমর্পণ করে জামিন চান।

আদালত মন্টু ঘোষের জামিন মঞ্জুর করলেও বাকিদের জামিন মঞ্জুর না করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

কারাগারে পাঠানো সাতজন হলেন টিইউসির সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদার, সাংগঠনিক সম্পাদক কে এম মিন্টু, আন্তর্জাতিক সম্পাদক মঞ্জুর মঈন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাজেদুর রহমান শামীম, টিইউসির গাজীপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জালাল হাওলাদার, সাভার আশুলিয়া শাখার সভাপতি লুৎফর রহমান এবং টিইউসির কেন্দ্রীয় সদস্য মো. শাহজাহান।

পরে আসামিপক্ষের আইনজীবী এম এ তাহের প্রথম আলোকে বলেন, মামলার পর চার ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট থেকে আট সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে ছিলেন এই আট আসামি। জামিনের মেয়াদ শেষ হলে এই আটজন আজ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চান। এর মধ্যে কেবল মন্টু ঘোষের জামিন হয়েছে।

গত ৩১ জানুয়ারি বিজিএমইএর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে এমন অভিযোগ এনে বিজিএমইএর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম রমনা থানায় মামলা করেন। মোট ১২ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত একশ থেকে দেড়শ জনের বিরুদ্ধে ওই মামলা করা হয়।

পাথর শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা দেবে কে?

৮ এপ্রিল, ২০১৮, কালের কণ্ঠ

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় প্রায় ৩০ হাজার পাথর ভাঙা শ্রমিক রয়েছে। এসব শ্রমিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তার কোনো সরঞ্জাম ব্যবহার করে না। এ কারণে সর্দি, কাশি থেকে শুরু করে মরণব্যাধি সিলিকোসিস পর্যন্ত হয়। বছরের পর বছর ধরে এ সমস্যা চললেও প্রশাসন কোনো সমাধান দিতে পারেনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তেঁতুলিয়ার ছোট-বড় বিভিন্ন নদী থেকে নুড়ি পাথর তোলা হয়। এ ছাড়া সমতল জমির মাত্র ১৫-২০ ফিট খনন করেই পাওয়া যায় পাথর। এসব পাথর উত্তোলনের পর তা যন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন আকারে ভাঙা হয়। অন্যদিকে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে আমদানি করা বড় পাথরও ভাঙা হয়। পরে তা দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়।

ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য ব্যক্তি উদ্যোগে তেঁতুলিয়ার ভজনপুর থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত মহাসড়কের দুই পাশে চার শতাধিক পাথর ভাঙার যন্ত্র বসানো হয়েছে। এখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাথর ভাঙার কাজ চলে। মহাজনদের পাথর ৩০০ টাকা মজুরিতে ভেঙে দেয় গরিব শ্রমিকরা। এদের বেশির ভাগই নারী।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, পাথর ভাঙা স্থলে দুই ধরনের দূষণ ঘটে: বায়ু ও শব্দ। পাথর ভাঙার সময় উৎপন্ন ধুলা ও উচ্চ শব্দের মধ্যে দিনভর কাজ করে শ্রমিকরা। প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের নাক ও মুখ দিয়ে শরীরের ভেতর প্রবেশ করে ধুলা। পরে এ থেকে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসকরা জানান, পাথর ভাঙা শ্রমিকরা সহজে সর্দি, জ্বর, কাশি, মাথা ব্যথা, শ্বাসকষ্টসহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়। যন্ত্রের শব্দে শ্রবণ ও মস্তিষ্কজনিত সমস্যায় ভোগে। এমনকি সিলিকোসিস রোগেও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।.. ..

পাথর শ্রমিক জাহিদুল ইসলাম বলেন, 'ঝুঁকি থাকলেও কিছু করার নেই। এ কাজ করেই সংসার চালাতে হয়, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার খরচ দিতে হয়। তা ছাড়া প্রতি সপ্তাহে এনজিওর ঋণের কিস্তি দিতে হয়। এ কাজ ছাড়া আমাদের গতি নেই।'.. ..

সৌদি আরবে অগ্নিকান্ডে ছয় বাংলাদেশিসহ সাতজনের মৃত্যু

১৩ এপ্রিল ২০১৮, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে একটি ভবনে অগ্নিকান্ডে ছয় বাংলাদেশিসহ সাতজন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার সকালের এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত পাঁচজন

বাংলাদেশি।

রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের লেবার কাউন্সেলর সারওয়ার আলম বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে জানান, সকাল ৭টার দিকে রিয়াদের আল নূরা ইউনিভার্সিটির আবাসিক এলাকায় শ্রমিকদের থাকার একটি ভবনে অগ্নিকান্ডে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে।

হাতহতদের রিয়াদের সিমুচি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে গিয়ে নিহত ছয় বাংলাদেশির পরিচয় নিশ্চিত হন দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম।

তিনি জানান, আগুনে নরসিংদী সদর উপজেলার মাধবদী থানার কাঁঠালিয়া ইউনিয়নের আবুল হোসেনের ছেলে রবিন (২২), গাজীপুরের কালীগঞ্জের হিমেল (২৮), নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের মজিদ (৫০), ঢাকার যাত্রাবাড়ীর সোলেমান, কিশোরগঞ্জের ইকবাল (৩৪) ও সিলেটের জোবায়ের (৪৫) মারা গেছেন।

সৌদি আরবের সিভিল ডিফেন্সের বরাত দিয়ে স্থানীয় বার্তা সংস্থা এসএবিকিউও এ ঘটনায় সাতজন প্রবাসী শ্রমিকের মৃত্যুর খবর দিয়েছে।

রিয়াদ সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মেজর মোহাম্মদ আল-হামাদির বরাত দিয়ে তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, শ্রমিকদের থাকার ওই ভবনের প্রবেশদ্বারে আগুন লাগে, সে সময় ভবনে ৪৫ জন ছিলেন। ভবনটিতে মোট ৫৪ জন থাকতেন, যা ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি।

ভেতরের দিকের কক্ষগুলো থেকে শ্রমিকদের বেরোনোর অন্য কোনো পথ ছিল না.. ...

ন্যূনতম মজুরি নেই ৫৮ শিল্প খাতে

০১ মে ২০১৭, সমকাল

ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা হয়, কিন্তু বাস্তবায়ন হয় না। এ পর্যন্ত ৪২টি পেশায় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হলেও কোনো খাতেই শতভাগ বাস্তবায়ন হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্ধারিত মজুরিও অত্যন্ত কম। এখন পর্যন্ত অন্তত ৫৮ শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণাই করা হয়নি। প্রতি পাঁচ বছরের মধ্যে মজুরি পর্যালোচনার নিয়ম থাকলেও একবারও পর্যালোচনা করা হয়নি ঘোষিত বেশিরভাগ শিল্পে। অন্যদিকে, ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন না হওয়াসহ শিল্পকারখানায় শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে গত এক বছরে ৮৭২টি মামলা করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই)।

ন্যূনতম মজুরি বোর্ড সূত্রে জানা যায়, স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত ৪২টি শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বশেষ গত মাসে ওষুধ শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া জাহাজভাঙা ও টি-প্যাকেটিং শিল্পে মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এরই মধ্যে দুই বোর্ডেরই কয়েকটি সভা হয়েছে। এর বাইরে সিরামিকস, সিমেন্ট, বৈদ্যুতিক, ইটভাটাসহ আরও ১০টি শিল্পে মজুরি নির্ধারণে বোর্ড গঠনের প্রস্তাব বিবেচনায় রয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বোর্ডের এক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, মন্ত্রণালয় না চাইলে বোর্ড নিজে থেকে কোনো খাতের মজুরি বোর্ড গঠন করতে পারে না। সাধারণ শ্রমিকদের চাপ থাকলে সরকার বোর্ড করে থাকে বলেও জানান তিনি। মজুরি বোর্ডের সভাপতি, সদস্য, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে খাতভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে মজুরি নির্ধারণ করা হয়।

ডিআইএফইর উপপ্রধান পরিদর্শক মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া জানান, শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডিআইএফইর কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়েছে ৫৪টি শিল্প। এর বাইরে বিবিধ আকারে আরও অন্তত ৫০টি শিল্প খাতে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। মজুরি বোর্ডের তথ্যমতে, ৪২টি শিল্পে ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বাকি ৫৮ শিল্প এখনও ন্যূনতম মজুরির বাইরে রয়ে গেছে।

ন্যূনতম মজুরি বোর্ড ঘোষিত মজুরিও অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কম। মজুরি বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যে দেখা যায়, পেট্রোল পাম্প শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য মাসিক মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে মাত্র ৭৯২ টাকা। মূল মজুরি ধরা হয়েছে ৫৬০ টাকা; বাড়ি ভাড়া ১১২ টাকা ও যাতায়াত বাবদ ২০ টাকা। ১৯৮৭ সালে মজুরি ঘোষণার পর এখন পর্যন্ত তা পর্যালোচনা করা হয়নি। পাঁচ বছরের মধ্যে মজুরি পর্যালোচনার নিয়ম থাকলেও গত ৩০ বছরেও কোনো কোনো খাতের মজুরি পর্যালোচনা না হওয়া প্রসঙ্গে মজুরি বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ পেলেই কেবল তারা মজুরি বোর্ড গঠন কিংবা পর্যালোচনা করে থাকেন। পর্যালোচনার জন্য সে রকম কোনো আদেশ তারা পাননি।

ঘোষিত মজুরিও বাস্তবায়ন হয় না সব শিল্পে। ডিআইএফইর সর্বশেষ কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১০ শতাংশ কারখানায় সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি কাঠামো অনুসরণ করা হয় না। একই সংখ্যক কারখানার শ্রমিকরা নিয়মিত মজুরি পান না। মূলত বড় কারখানার সাব-কন্ট্রাক্টের কাজ হয় এসব কারখানায়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রেড ইউনিয়ন নেই ৯৭ শতাংশ কারখানায়। পার্টিসিপেটরি কমিটি নেই ৬৫ শতাংশ কারখানায়। ৯ শতাংশ কারখানায় শ্রমিকরা কাজ করেও ওভারটাইম পান না। এমনকি মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয় না ৩৫ শতাংশ কারখানায়। পরিদর্শনে এ রকম ২৬টি সূচকের সবক'টিতেই দুর্বলতা পাওয়া গেছে। তবে শিশুশ্রম প্রশ্নে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়েছে। মাত্র ১ শতাংশ কারখানায় শিশুশ্রমের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) তথ্যমতে, দেশে বর্তমানে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ছয় কোটি ৭০ লাখ। এর মধ্যে কর্মে নিয়োজিত পাঁচ কোটি ৬৭ লাখ। মাত্র ২০ শতাংশ শ্রমিক প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। বাকিদের শ্রমকে এখনও শিল্প-কাঠামোর আওতায় আনা হয়নি।

এক বছরে ৮৭২টি মামলা: শিল্পকারখানায় শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে গত এক বছরে শ্রম আদালতে ৮৭২টি মামলা করেছে ডিআইএফই। এর মধ্যে পোশাক শিল্পকারখানা মালিকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ৫৮৪টি, অন্যান্য শিল্পে মামলার সংখ্যা ২৮৮টি। গত এক বছরে দুই হাজার ৫২৭টি পোশাক কারখানা, ২০ হাজার ৩২৪টি পোশাকবহির্ভূত কারখানা, পাঁচ হাজার ৫৮৭টি দোকান ও অন্যান্য তিন হাজার ৪০৭টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে বিভিন্ন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় এসব মামলা করা হয়।

এক বছরে কর্মক্ষেত্রে ৭০০ শ্রমিকের মৃত্যু: ২০১৬ সালে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের হতাহতের সংখ্যা নিয়ে একটি জরিপ চালিয়েছে বিলস। এতে দেখা যায়, গত বছর ৬৯৯ শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৬৭১ পুরুষ, বাকি ২৮ জন নারী। নিহতদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ২৪৯ জন পরিবহন খাতের শ্রমিক। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শ্রমিক নিহত হয়েছেন নির্মাণ শিল্পে; তার সংখ্যা ৮৫। তবে সবচেয়ে বড় শিল্প পোশাক খাতে এ সংখ্যা ছিল নয়জন। একই সময়ে আহত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭০৩ জন। আহতদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল পোশাক খাতে। ২০৬ জন পোশাক শ্রমিক এ সময় আহত হন। জরিপ অনুযায়ী, এ সময় শ্রম অসন্তোষ ও শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটেছে ২৩৭টি।

ব্যাংক খাতে লুটপাট

রিজার্ভের অর্থ চুরি: অর্থ ফেরেনি, বিচারও হয়নি

০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, প্রথম আলো

২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ছিল বৃহস্পতিবার। পরের দুই দিন সরকারি ছুটি হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের হিসাব থেকে অর্থ বের করতে সেদিন রাতকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। ওই রাতেই ১৯৪ কোটি ডলার বের করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে সব আদেশ কার্যকর না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত চুরি হয় ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার।

এর মধ্যে শ্রীলঙ্কায় যাওয়া ২ কোটি ডলার কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসে। আর ফিলিপাইনে যাওয়া ৮ কোটি ১০ লাখ ডলারের মধ্যে ফিরে এসেছে মাত্র ১ কোটি ৪৫ লাখ ডলার। ফলে চুরির দুই বছরেও ফিলিপাইনে থাকা বাকি ৬ কোটি ৬৪ লাখ (৫৪৪ কোটি টাকা) ডলার ফেরত আসেনি। এ ঘটনায় গঠিত তদন্ত প্রতিবেদনও প্রকাশ হয়নি, মামলা হলেও এখন পর্যন্ত কাউকে আসামি করা হয়নি। ফলে এখন পর্যন্ত কারও শাস্তিও হয়নি।

একক ব্যক্তির ঋণে বৃহত্তম কেলেঙ্কারি

০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, প্রথম আলো

ভয়ংকর রকম উদারভাবে ঋণ বিতরণ করেছে জনতা ব্যাংক। এক গ্রাহককেই মাত্র ৬ বছরে তারা দিয়েছে ৫ হাজার ৫০৪ কোটি টাকার ঋণ ও ঋণসুবিধা। নিয়মনীতি না মেনে এভাবে ঋণ দেওয়ায় বিপদে ব্যাংক, গ্রাহকও ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না।

জনতা ব্যাংকের মোট মূলধন ২ হাজার ৯৭৯ কোটি টাকা। মূলধনের সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার সুযোগ আছে। অর্থাৎ এক গ্রাহক ৭৫০ কোটি টাকার বেশি ঋণ পেতে পারেন না। দেওয়া হয়েছে মোট মূলধনের প্রায় দ্বিগুণ।

ব্যাংক দেখভাল করার দায়িত্ব যাদের, সরকারের নিয়োগ দেওয়া সেই পরিচালনা পর্ষদই এই বিপজ্জনক কাজটি করেছে। হল-মার্ক ও বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারির পর এটিকেই পারস্পরিক যোগসাজশে সাধারণ মানুষের আমানত নিয়ে ভয়ংকর কারসাজির আরেকটি বড় উদাহরণ বলে মনে করছেন ব্যাংকাররা। তারা বলছেন, এটি একক ঋণের বৃহত্তম কেলেঙ্কারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বারকাতের সময় এই অর্থ দেওয়া হয়। ২০০৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ বছর জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। এ সময় ব্যাংকের পর্ষদ সদস্য ছিলেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা বলরাম পোদ্দার, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সাবেক সহসম্পাদক নাগিবুল ইসলাম ওরফে দীপু, টাঙ্গাইলের কালিহাতী আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী যুবলীগ নেতা আবু নাসের প্রমুখ।

অনুসন্ধানেও জানা যাচ্ছে, ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে জনতা ব্যাংকের এই পর্ষদের উৎসাহই ছিল বেশি। পর্ষদের সিদ্ধান্তে বারবার ঋণ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয় খেয়ালখুশিমতো।

ব্যাংকের উদার আনুকূল্য পাওয়া এই গ্রাহক হচ্ছে এননটেক্স গ্রুপ। এর পেছনের মূল ব্যক্তি হচ্ছেন মো. ইউনুস (বাদল)। তিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি)। তাঁরই স্বার্থসংশ্লিষ্ট ২২ প্রতিষ্ঠানের নামে সব ঋণ নেওয়া হয়। তাঁর মূল ব্যবসা বস্ত্র উৎপাদন ও পোশাক রপ্তানি।

ফারমার্স ব্যাংকে ১,১০০ কোটি টাকা মূলধন দিচ্ছে আইসিবির নেতৃত্বে সোনালী, অগ্রণী, জনতা

ফেব্রুয়ারি ০৭, ২০১৮, বণিক বার্তা

ফারমার্স ব্যাংককে নতুনভাবে দাঁড় করাতে ১ হাজার ১০০ কোটি টাকার মূলধন জোগান দিচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী, জনতা ও অগ্রণী ব্যাংক এবং ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)। এর মধ্যে আইসিবি একাই জোগান দেবে ৪৫০ কোটি টাকা। বাকি টাকা রাষ্ট্রায়ত্ত তিনটি ব্যাংক বিভিন্ন পরিমাণে মূলধন হিসেবে জোগান দেবে। এ অর্থ যোগ হলে ফারমার্স ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াবে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এছাড়া আর্থিক ভিত শক্তিশালী করতে ৫০০ কোটি টাকার বন্ডও ছাড়বে ব্যাংকটি। ফারমার্স ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে গৃহীত এ সিদ্ধান্ত এখন বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে রয়েছে।.. ..

ফারমার্স ব্যাংক কেলেঙ্কারি: ঋণের কমিশন নিয়েছেন মহীউদ্দীন আলমগীর

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, সমকাল

ঋণ দেওয়ার বিনিময়ে গ্রাহকের কাছ থেকে কমিশন নিয়েছেন বহুল আলোচিত ফারমার্স ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান মহীউদ্দীন খান আলমগীর ও অডিট কমিটির চেয়ারম্যান মাহাবুবুল হক চিশতী (বাবুল চিশতী)। এ ছাড়া এ দু'জন টাকার বিনিময়ে ব্যাংকে অনেক কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছেন। মহীউদ্দীন খান আলমগীরের সুপারিশে দেওয়া ঋণ পরিশোধ না হলেও অভিনব কায়দায় পরিশোধ দেখানো হয়েছে। মাত্র তিনটি ঋণ হিসাব এবং এক বছরের নিয়োগের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের এক তদন্তে চাঞ্চল্যকর এসব অনিয়মের তথ্য উঠে এসেছে। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ধরনের গুরুতর অনিয়মের মাধ্যমে তাদের নৈতিক স্খলন ঘটেছে। এ অনিয়ম বের হওয়ার পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় এখন এক কোটি টাকার বেশি অঙ্কের সব ঋণে বহিনির্রীক্ষক দিয়ে বিশেষ অডিট করাচ্ছে ব্যাংকটি।.. ..

ঋণ হিসাব থেকে দু'জনের নামে পে-অর্ডার ইস্যু : মহীউদ্দীন খান আলমগীরের একক সুপারিশে গত বছর তনুজ করপোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয় ফারমার্স ব্যাংক। পরিচালনা পর্ষদ, ক্রেডিট কমিটি বা ইসি কমিটির অনুমোদন ছাড়াই এ ঋণ দেওয়া হয়। গত বছরের ১৯ জুলাই গ্রাহকের একটি মেয়াদি হিসাব থেকে এক কোটি ২২ লাখ টাকা তার চলতি হিসাবে স্থানান্তর হয়। একই দিন ৪২ লাখ টাকা নগদে উত্তোলন করেন ওই গ্রাহক। প্রথমে মহীউদ্দীন খান আলমগীরের নামে ৮০ লাখ টাকার একটি পে-অর্ডার ইস্যু করে তনুজ করপোরেশন। পরে আবার বাতিল করে মহীউদ্দীন খান আলমগীরের নামে ১৮ লাখ টাকা ও মাহাবুবুল হক চিশতীর নামে ১৫ লাখ ৫০ হাজার টাকার পে-অর্ডার ইস্যু করা হয়.. ..

মূলধন ঘাটতি পূরণে ২০ হাজার কোটি টাকা চান ব্যাংকাররা

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, সমকাল

.. .. মূলধন ঘাটতি পূরণে সাত ব্যাংকের জন্য মোট ২০ হাজার কোটি টাকা চেয়েছেন ব্যাংকাররা। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এ প্রস্তাব নাকচ করে দেন। কীভাবে ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থা উন্নীত করা যায়, সে বিষয়ে প্রতিটি ব্যাংককে আলাদা কর্মপরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। মূলধন ঘাটতি পূরণে চলতি অর্থবছরে দুই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ওই অর্থ দ্রুত ছাড়ের অনুরোধ করা হয়। জবাবে আর্থিক বিভাগ থেকে জানানো হয়, মে মাসে ওই অর্থ ছাড় করা হবে।

.. .. বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় মালিকানার চার বাণিজ্যিক ও দুই বিশেষায়িত ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৯০৯ কোটি টাকা। গত সেপ্টেম্বরে জনতা ব্যাংকের ঘাটতি দেখা দিয়েছে এক হাজার ২৭৩ কোটি টাকা। তিন মাস আগে ব্যাংকটিতে ১৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। বরাবরের মতো সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় থাকা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঘাটতি সাত হাজার ৫৪০ কোটি টাকা। হলমার্কসহ বিভিন্ন ঋণ কেলেঙ্কারির কারণে আলোচিত সোনালী ব্যাংকের ঘাটতি রয়েছে তিন হাজার ১৪০ কোটি টাকা। গত দুই বছরে বেসিক ব্যাংককে আড়াই হাজার কোটি টাকার মূলধন জোগান দেওয়ার পরও দুই হাজার ৫২৩ কোটি টাকা ঘাটতি রয়েছে। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ঘাটতি ৭৪৩ কোটি টাকা। আর রূপালী ব্যাংকের ৬৯০ কোটি টাকা।

ব্যাংক পরিচালকরাই চার হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি

৫ মার্চ ২০১৮, সমকাল

.. .. বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিচালকদের নেওয়া ঋণের চার হাজার কোটি টাকা খেলাপি হয়ে গেছে। ব্যাংক পরিচালকদের ঋণের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদনে কারও নাম বা পরিচালকের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। শুধু ব্যাংকের সংখ্যা উল্লেখ করে গত সেপ্টেম্বরভিত্তিক ঋণের তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিচালকদের মোট ঋণ রয়েছে এক লাখ ৪৭ হাজার ৫২৯ কোটি টাকা। ব্যাংক খাতের সাড়ে সাত লাখ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে যা ১৯ দশমিক ৬০ শতাংশ। পরিচালকদের বিপুল অঙ্কের ঋণের মাত্র তিন হাজার ৮২২ কোটি টাকা রয়েছে নিজেদের ব্যাংকে। বাকি ঋণ নেওয়া হয়েছে অন্য ব্যাংক থেকে।

সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের ব্যাংক খাতে মোট ঋণ রয়েছে সাত লাখ ৫২ হাজার ৭৩০ কোটি টাকা। এসব ঋণের ৮০ হাজার ৩০৭ কোটি টাকা খেলাপি। এর বাইরে অবলোপন করা ঋণ রয়েছে আরও প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা। অবলোপন করা ঋণও খেলাপি ঋণ। শতভাগ প্রভিশন রেখে পুরনো খেলাপি ঋণ ব্যাংকের ব্যালান্সশিট থেকে বাদ দেওয়াকে অবলোপন বলে।

ব্যাংক কোম্পানি আইনে কোনো ঋণখেলাপি ব্যাংকের পরিচালক থাকতে পারেন না। তবে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে অনেক পরিচালক পদে বহাল আছেন। অনেক পরিচালক আদালতের নির্দেশে খেলাপি ঋণ নিয়মিত

দেখানোরও সুযোগ পাচ্ছেন। অন্যদিকে পরিচালকদের বেনামি ঋণও রয়েছে বলে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদন্তে বেরিয়ে এসেছে।.. ..

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, যিনি যে ব্যাংকের পরিচালক, তার সেই ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার পরিমাণ খুব সামান্য। নিজেরা পরিচালক এমন ২৯টি ব্যাংক থেকে তিন হাজার ৮২২ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন তারা। আর নিজে পরিচালক নন এমন ৫৩টি ব্যাংক থেকে তারা নিয়েছেন এক লাখ ৪৩ হাজার ৭০৭ কোটি টাকা। খেলাপি হয়ে যাওয়া চার হাজার টাকার সবই অন্য ব্যাংকে।

ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুযায়ী, নিজে যে ব্যাংকের পর্ষদে রয়েছেন ওই ব্যাংক থেকে ধারণ করা শেয়ারের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ঋণ নিতে পারেন একজন পরিচালক। এ রকম ঋণ নিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশাপাশি বিএসইসিকে জানাতে হয়। পরিচালকের নেওয়া ঋণ শেষ পর্যন্ত খেলাপি হয়ে গেলে তার শেয়ার বাজেয়াপ্ত করে ঋণের টাকা সমন্বয় করার বিধান রয়েছে। এসব কারণে নিজ ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে তেমন আগ্রহ দেখান না পরিচালকরা। অবশ্য নিজ ব্যাংকে বেনামি ঋণ নেওয়ার অনেক ঘটনা ঘটে থাকে, যা বেআইনি।

ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্টরা জানান, অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক পরিচালকরা যোগসাজশের মাধ্যমে একে অন্যের ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন। পরিচালক হওয়ার সুবাদে তারা তুলনামূলক কম সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। কোনো ঝামেলা ছাড়াই ঋণ অনুমোদন করিয়ে দেন। এভাবে অনেক ক্ষেত্রে পরিশোধের সক্ষমতার তুলনায় বেশি ঋণ পেয়ে যান অনেক পরিচালক।

এ বিষয়ে বেসরকারি একটি ব্যাংকের এমডি সমকালকে বলেন, বিশেষ সুবিধা বা যোগসাজশের মাধ্যমে পরিচালকরা ঋণ নেওয়ার বিষয়ে এমডিরা অবহিত। তবে মালিক পক্ষের চাপে অনেক সময় তাদের হাত দিয়ে এ রকম অনৈতিক কাজ করতে হয়।

একক ঋণে বৃহত্তম কেলেঙ্কারি: অভিযোগ ছিল গাড়ি চুরির, এখন বড় শিল্পপতি

১১ মার্চ ২০১৮, প্রথম আলো

১০ বছর আগেও অভিযোগ ছিল গাড়িচোর চক্রের নেতা তিনি। ২০০৭ সালে পুলিশের হাতে ধরাও পড়েছিলেন। এর ঠিক তিন বছর পর থেকে তিনি আবির্ভূত হন জনতা ব্যাংকের অন্যতম বড় ঋণগ্রাহক হিসেবে। ব্যাংকটি সব নিয়মনীতি ভঙ্গ করেই তাঁকে উদার হস্তে অর্থ দিয়ে গেছে। আর এখন তিনি বড় শিল্পপতি, ২২টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক।

তিনি এ সময়ের আলোচিত গ্রাহক এ্যাননটেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইউনুছ বাদল। জনতা ব্যাংক তাঁকে ছয় বছরে দিয়েছে ৫ হাজার ৫০৪ কোটি টাকার ঋণ ও ঋণসুবিধা। ২০০৭ সালে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের বিশেষ দলের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি। ইউনুছ বাদলের গ্রেপ্তারের খবর প্রকাশ করেছিল তখনকার গণমাধ্যমগুলো।.. ..

ব্যাংকগুলোকে আবারও দেওয়া হচ্ছে জনগণের টাকা

২৮ মার্চ ২০১৮, প্রথম আলো

বাংলাদেশ ব্যাংকের গত বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী সোনালী, জনতা, রূপালী ও বেসিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের (রাকাব) মূলধন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৯০৯ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গতকাল মঙ্গলবারের হিসাব বলছে, ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে এখন ১৭ হাজার ৪৪০ কোটি টাকা হয়েছে। তিন মাসের ব্যবধানে মূলধন ঘাটতি বেড়েছে ১ হাজার ৫৩১ কোটি টাকা।.. ..

কখনো মূলধন ঘাটতি বা প্রভিশন ঘাটতি পূরণের নামে, কখনোবা মূলধন পুনর্গঠন বা মূলধন পুনর্ভরণের নামে ছয় ব্যাংকসহ আরও কয়েকটি ব্যাংককে আগে দেওয়া হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। অবশ্য অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত গত ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদে জানান, ১০ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে সরকার ১০ হাজার ২৭২ কোটি টাকার পুর্নমূলধনীকরণ সুবিধা দিয়েছে। .. ..মূলধন ঘাটতি পূরণে বাজেটে টাকা রাখার চর্চাটি শুরু হয় ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে। সোনালী ব্যাংকের হল-মার্ক, বেসিক ব্যাংক, জনতা ব্যাংকের বিসমিলাহ কেলেঙ্কারিসহ ব্যাংক খাতে বড় কেলেঙ্কারিগুলোও শুরু হয় ওই বছর থেকে।.. ..

হদিস নেই ২২ হাজার ২২১ কোটি টাকার

২৯ মার্চ ২০১৮, যুগান্তর

বিভিন্ন ব্যাংকের ২২ হাজার ২২১ কোটি টাকার কোনো হদিস নেই। বছরের পর বছর ধরে নানা কৌশলে সাধারণ মানুষের মোটা অঙ্কের এ অর্থ নির্বিঘ্নে পকেটস্থ করেছে শীর্ষ ২০ খেলাপি। এ অর্থের পুরোটাই এখন অবলোপন। বিধান অনুযায়ী অবলোপন করার পর থেকেই এ টাকা আদায়ের কথা ছিল। কিন্তু গত এক বছরে অবলোপনকৃত অর্থের এক টাকাও আদায় করতে পারেনি এবি, আইসিবি ইসলামিক, স্ট্যান্ডার্ড এবং এনসিসি ব্যাংক। এছাড়া প্রায় একই চিত্র বিরাজ করছে অন্য ব্যাংকগুলোতেও।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অবলোপনের টাকা আদায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে সতর্ক করে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত ১৫ মার্চ বিভিন্ন ব্যাংকে পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়, 'শীর্ষ ২০ অবলোপনকৃত ঋণ থেকে আদায় সন্তোষজনক নয়। যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তাও ফলপ্রসূ নয়। বিশেষ করে উল্লিখিত চার ব্যাংকের আদায় শূন্য। এ বিষয়ে আদায় নিশ্চিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে আপনাদের সতর্ক করা যাচ্ছে।'.. ..

সরকারি তহবিলের অর্ধেক অর্থ যাবে বেসরকারি ব্যাংকে

৩১ মার্চ ২০১৮, প্রথম আলো

ব্যাংকের অর্থসংকট মেটাতে সরকারি তহবিলের ৫০ শতাংশ অর্থ বেসরকারি ব্যাংকে রাখা যাবে। ব্যাংক উদ্যোক্তাদের চাপে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত গতকাল রাতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। বিদ্যমান নিয়মে সরকারি তহবিলের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ বেসরকারি ব্যাংকে রাখা যায়।

বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সরকারের আর্থিক খাতের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।.. ..

গতকালের বৈঠকে অর্থসংকট কাটাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ব্যাংকগুলোর নগদ জমার হার (সিআরআর) ৩ শতাংশ কমানোর প্রস্তাব করেছে ব্যাংক মালিকদের সংগঠনটি। এর মাধ্যমে ৩০ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বাজারে আসবে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি.. ..

বিশেষ এই সভায় অর্থমন্ত্রীর ডানে বসা ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার বেসরকারি খাত উন্নয়নবিষয়ক উপদেষ্টা ও আইএফআইসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, প্রিমিয়ার ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংসদ এইচ বি এম ইকবাল ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ইউনুসুর রহমান.. ..

ঋণের নামে ৩ হাজার কোটি টাকা নিয়ে গেল ক্রিসেন্ট

০৫ এপ্রিল ২০১৮ সমকাল

রাষ্ট্রীয় মালিকানার জনতা ব্যাংক থেকে ঋণের নামে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা বের করে নিয়েছে ক্রিসেন্ট লেদার নামের একটি প্রতিষ্ঠান। প্রধান কার্যালয় ও শাখা কর্মকর্তাদের যোগসাজশে ব্যাংকের পুরান ঢাকার ইমামগঞ্জ শাখা থেকে অনিয়মের মাধ্যমে অকাতরে ঋণ দেওয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠানটিকে। নিয়মনীতি উপেক্ষা করে ব্যাংকের একক গ্রাহকের ঋণসীমার তিনগুণ ঋণ দেওয়া হয়েছে ক্রিসেন্ট লেদারকে। চামড়াজাত পণ্য রফতানির নামে বিভিন্ন উপায়ে বিপুল অঙ্কের এ ঋণ নেওয়া হলেও আদৌ রফতানি হয়েছে কি-না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। অনিয়মের সঙ্গে জনতা ব্যাংকের বর্তমান এমডি, ডিএমডিসহ অন্তত ১০ কর্মকর্তা জড়িত থাকার তথ্য পেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ক্রিসেন্ট লেদারের চেয়ারম্যান এম এ কাদের চামড়া খাতের অন্যতম ব্যবসায়ী।.. ..

বর্তমানে জনতা ব্যাংকের মূলধন ৪ হাজার ২৩৩ কোটি টাকা। নিয়ম অনুযায়ী এর সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ অর্থ কোনো একক গ্রাহককে ঋণ দেওয়া যায়। সে হিসাবে ক্রিসেন্ট লেদারকে সর্বোচ্চ এক হাজার ৫৮ কোটি টাকা ঋণ দিতে পারে। কিন্তু ব্যাংক এ নিয়ম মানেনি। এর আগে জনতা ব্যাংক থেকে এননটেক্স নামের স্বল্প পরিচিত আরেকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বের করে নেওয়ার তথ্য উদ্ঘাটন হয়। একক গ্রাহকের ঋণসীমা অতিক্রম করে বিপুল অঙ্কের ঋণ দেওয়ার ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশের পর নানা সমালোচনার মুখে রয়েছে জনতা ব্যাংক। এর আগে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণের নামে বিসমিলাহ গ্রুপ যে ১১শ' কোটি টাকা নিয়ে বিদেশে পালিয়েছে তার ৩৩৩ কোটি টাকা ছিল জনতা ব্যাংকের.. ..

পরিবেশ বিধ্বংসী প্রকল্প

সচিবের সিদ্ধান্তে নতুন ঝুঁকিতে সুন্দরবন

০৪ এপ্রিল ২০১৮, প্রথম আলো

নিয়ম না মেনে সারা দেশে যানবাহনের জ্বালানির জন্য ৩০০ অটো গ্যাস স্টেশন স্থাপন এবং সেখানে এলপি গ্যাস সরবরাহে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এনার্জিপ্যাককে অনুমোদন দিয়েছেন জ্বালানি বিভাগের সচিব। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সুন্দরবনের আরও কাছে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটির স্থাপনা থেকে এই গ্যাস সরবরাহ করা হবে। এই স্থাপনায় এলপি গ্যাস আমদানির ফলে সুন্দরবনের ভেতরে জাহাজ চলাচল বেড়ে যাবে। এতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শ্বাসমূলীয় বন সুন্দরবন আরও দূষণঝুঁকির মুখে পড়বে।

.. .. রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কয়লা পরিবহনের কারণে সুন্দরবনের ভেতর জাহাজ চলাচল এমনিতেই বাড়বে। তাতে বিশ্বের বৃহত্তম এ শ্বাসমূলীয় বন বহুমাত্রিক ঝুঁকিতে পড়বে বলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক উদ্বেগ আছে। এরই মধ্যে আবার সারা দেশের ৩০০ অটো গ্যাস স্টেশনের জ্বালানি এলপি গ্যাস যাবে খুলনার দাকোপে এনার্জিপ্যাকের স্থাপনা থেকে। এই বিশাল জ্বালানির জোগান সরবরাহ নিশ্চিত করতে এই স্থাপনায় এলপি গ্যাস বেশি করে আমদানি করতে হবে। এতে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে জাহাজ চলাচল আরও বাড়বে। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও এনার্জিপ্যাকের জাহাজ চলাচল পুঞ্জীভূত দূষণ বাড়াবে সুন্দরবনে।

দূষণকারীরা হঠাৎ পরিবেশবান্ধব

০৭ এপ্রিল ২০১৮, প্রথম আলো

পরিবেশদূষণকারী ও দুর্ঘটনাপ্রবণ শিল্পকারখানা রাতারাতি পরিবেশবান্ধব শিল্প হয়ে গেছে। আর এ কাজ করেছে খোদ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলপিজি) কারখানা ও পেট্রোকেমিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণকে বিশেষ সুবিধা দিতেই এই পরিবর্তন। এ জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ আইনই সংশোধন করা হয়েছে। আর এসব কারখানার উদ্যোক্তারা বড় ব্যবসায়ী, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। কারখানার অনেকগুলোই সুন্দরবনের আশপাশে গড়ে উঠছে।

অথচ এত দিন এ ধরনের শিল্পকে লাল তালিকাভুক্ত বা মারাত্মক দূষণকারী হিসেবে চিহ্নিত হতো। পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষাসহ (ইআইএ) আট ধরনের শর্ত পূরণ করলে তবেই এ ধরনের কারখানা নির্মাণের অনুমতি পাওয়া যেত।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের তফসিল সংশোধনের ফলে ওই কারখানাগুলোই এখন থেকে সবুজ তালিকায় বা পরিবেশবান্ধব হিসেবে চিহ্নিত হবে। সবুজ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এলপিজিপি ও পেট্রোকেমিক্যালের মতো মারাত্মক দাহ্য পদার্থের কারখানার জন্য কোনো ধরনের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) করতে হবে না। দূষণ নিয়ন্ত্রণে কী ব্যবস্থা থাকছে, তারও কোনো তথ্য দিতে হবে না। দুর্ঘটনা হলে কী করা হবে এবং কারখানা থেকে বর্জ্য কোথায় ও কীভাবে ফেলা হবে, তার হিসাবও দিতে হবে না। কারখানা নির্মাণের প্রাথমিক তথ্য, অবস্থানগত ছাড়পত্র ও স্থানীয় অনুমোদন জমা দিয়েই এ ধরনের কারখানা নির্মাণ করা যাবে।

তরলীকৃত গ্যাস ও পেট্রোকেমিক্যাল দাহ্য পদার্থ বলে এ ধরনের কারখানা থাকে মানববসতি থেকে অনেক দূরে। কেননা, কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তা অনেক বড় এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। অথচ বাংলাদেশে এলপিজি কারখানাগুলোর বেশির ভাগই মানববসতি এলাকায়। আর অনেকগুলো আছে সুন্দরবনের আশপাশে।

কয়েক বছর ধরে এলপিজি কারখানা ও পেট্রোকেমিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণে আগ্রহী হয়ে উঠছে দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, দুই বছর ধরে দেশের তিনটি প্রভাবশালী শিল্পগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সুন্দরবনের ইসিএ এলাকায় এলপিজি কারখানা স্থাপনের অনুমোদন চাওয়া হচ্ছিল। এসব শিল্পগোষ্ঠী নামে ও বেনামে ওই এলাকায় বিপুল পরিমাণে জমি কিনেছে। এসব ব্যবসায়ীর বড় অংশেরই উচ্চ রাজনৈতিক যোগাযোগ রয়েছে। মূলত এসব প্রভাবশালী ব্যবসায়ীকে সুবিধা দিতেই আইনের এই পরিবর্তন। বাংলাদেশ এলপিজি মালিক সমিতির বর্তমান সভাপতি বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান। তিনি আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর বেসরকারি খাতবিষয়ক উপদেষ্টা। .. ..

গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা একটি গেজেটে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৭) সংশোধন করা হয়। তৎকালীন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব ইসতিয়াক আহমেদ স্বাক্ষরিত ওই গেজেটে আইনের তফসিল পরিবর্তন করে শিল্পগুলোকে কেন লাল থেকে সবুজ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি। সংশোধিত তালিকা অনুযায়ী তরলীকৃত গ্যাস (এলপিজি) বোতলজাতকরণ কারখানা, সিলিন্ডার কারখানা, পেট্রোকেমিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণসহ ছয় ধরনের শিল্পকে সবুজ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার কথা উল্লেখ করা হয়।.. ..

সুন্দরবনের পশুর নদে কয়লা নিয়ে লাইটার জাহাজডুবি

১৫ এপ্রিল ২০১৮, প্রথম আলো

সুন্দরবনের ভেতরে মোংলা সমুদ্রবন্দরের পশুর চ্যানেলে ৭৭৫ মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে লাইটার জাহাজ গতকাল শনিবার রাতে ডুবে গেছে। পশুর নদের হাড়বাড়িয়া এলাকায় এমভি বিলাশ নামের ওই জাহাজটি ডুবে যায়।

মোংলা বন্দর থেকে প্রায় ৬০ নটিক্যাল মাইল দূরে হাড়বাড়িয়ার ৫ নম্বর অ্যাংকারের কাছে লাইটারটি কাত হয়ে ডুবে আছে। এর কিছুটা দেখা যাচ্ছে। তবে এতে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের হারবার মাস্টার কমান্ডার মো. ওয়ালিউলাহ আজ রোববার দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, ডুবে যাওয়া 'এমভি বিলাশ' নামের জাহাজটি ৭৭৫ মেট্রিকটন কয়লা নিয়ে যাচ্ছিল। পথে ডুবো চরে ধাক্কা লেগে এটি ডুবে যায়।

.. .. কার্গোটি যেখানে ডুবেছে, তা সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জের হাড়বাড়িয়া টহল ফাঁড়ি ও ইকো-টুরিজম কেন্দ্রের কাছে। আমরা বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। লাইটার জাহাজটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

সেভ দ্য সুন্দরবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শেখ ফরিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, প্রতিবছরই সুন্দরবনের মাঝে জাহাজ ডুবছে। এতে জীববৈচিত্রের ক্ষতি হচ্ছে। আগামী দিনে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হলে এ ধরনের প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশংকা প্রকাশ করেন তিনি.. ..

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক দিলীপ কুমার দত্ত প্রথম আলোকে বলেন, কয়লার সবচেয়ে বড় সমস্যা সালফারে। অনেক সময় কিছু হেভি ম্যাটার থাকতে পারে। এগুলোও ক্ষতি করে। এটি কোন ধরনের এবং কোন মানের কয়লা, তার ওপর নির্ভর করে কোন ধরনের ক্ষতি হতে পারে। সালফারটা পানিতে বেশি ক্ষতি করে.. ..

জলবায়ু তহবিলের টাকা অপাত্রে: ঝুঁকিগ্রস্তরা ধরনা দিয়েও পায় না

১৬ এপ্রিল, ২০১৮, কালের কণ্ঠ

.. .. ঝালকাঠিতে এই তহবিলের টাকায় স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও গভীর নলকূপ

পেয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতা, কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ, বিত্তশালী থেকে বীমা কম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যন্ত। হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জের পৌর মেয়র ছালেক মিয়া 'ওপর মহল'কে হাত করে আগের দুই কোটি টাকার সঙ্গে জলবায়ু তহবিল থেকে সম্প্রতি আরো সাত কোটি টাকা অনুমোদন বাগিয়ে নিয়েছেন। এই তহবিলেরই টাকায় গাজীপুরের সাফারি পার্কের জন্য দুটি মিনিবাস কেনা হয়েছে এক কোটি ৩০ লাখ টাকায়। শুধু তাই নয়, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ড এক প্রভাবশালীর অনুরোধে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে চার কোটি টাকায় তিন হাজার ৬৯০ বর্গফুট আয়তনের আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প অননুমোদন দেয় কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া, বিনা প্রশ্নে। বিশ্লেষকরা বলছেন, বেশি ঝুঁকিতে থাকা অঞ্চলের বদলে অন্যত্র অর্থ যাচ্ছে এবং রাস্তাঘাট ও ড্রেন নির্মাণের মতো কাজের নাম করে লুটপাট চলছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম শীর্ষে থাকায় বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সরকার ২০১০ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটি) গঠন করে। এ তহবিলের টাকায় দেশে এখন ৪৫০টি প্রকল্প চলমান। সারা বিশ্ব বাংলাদেশকে ঝুঁকিপূর্ণ বলছে, ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকার উদ্যোগও নিয়েছে, কিন্তু স্বার্থের ভাগ বসিয়েছে মহলবিশেষ। হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট থেকে শুরু করে পিরোজপুর, বরগুনা, গাজীপুর ও ঝালকাঠিতে অন্তত ২০টি প্রকল্প অনুসন্ধান করে দেখা গেছে লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার চিত্র।

.. .. পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় পানির অভাবে বিস্তৃত জমি পড়ে আছে। বোরো চাষ করা যাচ্ছে না। সেখানেও জলবায়ু তহবিলের টাকা পৌঁছেনি। উপকূলীয় জেলা লক্ষ্মীপুর, খুলনা জেলাও জলবায়ু তহবিলের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত। উত্তরের জেলা কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাটে এক থেকে দুটি করে প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গ্রীষ্মের সময় ওই সব জেলায় পানির জন্য হাহাকার থাকে। অথচ যেসব জেলা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কোনো ঝুঁকিতে নেই, প্রভাব আর ক্ষমতার কারণে সেসব জেলায় প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। .. ..

কোটা সংস্কার আন্দোলন

শাহবাগে বিক্ষোভ, কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবি

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, প্রথম আলো

কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে শাহবাগে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে বিক্ষোভ করেছেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রার্থীরা। তাঁরা বিদ্যমান কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। রোববার বেলা ১১টা থেকে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ সমাবেশ চলে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।.. ..

কর্মসূচিতে বিক্ষোভকারীরা পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো হলো: কোটা ব্যবস্থা সংস্কার করে ৫৬ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে নিয়ে আসা, কোটায় যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে মেধা থেকে শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া, কোটায় কোনো ধরনের বিশেষ পরীক্ষা না নেওয়া, সরকারি চাকরিতে সবার জন্য অভিন্ন বয়সসীমা এবং চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় কোটা সুবিধা একাধিকবার ব্যবহার না করা।

প্রথম আলোকে এক শিক্ষার্থী বলেন, ৫৬ শতাংশ কোটা থাকায় সাধারণ চাকরি-প্রত্যাশীরা বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছেন। এরপরও বিভিন্ন সময় কোটায় বিশেষ নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। যেমন: ৩২তম বিসিএস, বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদে বিশেষ কোটায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনে অংশ নেওয়া এক শিক্ষার্থী বলেন, তিনি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। তাঁর মুক্তিযোদ্ধা কোটা থাকা সত্ত্বেও তিনি এই কোটা চান না। এমনকি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সময় তিনি ওই কোটায় আবেদন করবেন না।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া আরেক শিক্ষার্থী জানান, কোটার প্রার্থী না পাওয়ায় ২৮তম বিসিএসে ৮১৩ জনের পদ শূন্য ছিল। একইভাবে ২৯তম-তে ৭৯২ জন, ৩০তম-তে ৭৮৪ জন, ৩১তম-তে ৭৭৩ জন, ৩৫তম-তে ৩৩৮ জনের পদ শূন্য ছিল। এই শূন্য পদ না রেখে সেখানে মেধা থেকে প্রার্থী নিয়োগের দাবি তাঁর।

কোটা সংস্কারের বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিপেটা-ধরপাকড়

১৪ মার্চ, ২০১৮, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

সরকারি চাকরির কোটা ব্যবস্থার সংস্কারসহ পাঁচ দফা দাবিতে চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভে পুলিশের লাঠি চালানো ছাড়াও ধরপাকড়ের ঘটনা ঘটেছে।

কোটা সংস্কারের দাবিতে ৫ দফা দাবিতে গত একমাস ধরেই আন্দোলন করে আসছেন চাকরিপ্রার্থীরা।

এরই ধারাবাহিকতায় বুধবার সকাল ১১টায় শাহবাগ থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি দিতে একটি মিছিল নিয়ে সচিবালয় অভিমুখে রওনা দেয়।

মিছিলটি দোয়েল চত্বর হয়ে শিক্ষাভবন চত্বরে পৌঁছালে পুলিশ লাঠিপেটা করে এবং কাঁদুনে গ্যাস ছুড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।.. ..

আন্দোলনকারীদের ঠেকাতে জলকামান টিয়ার শেল, লাঠি

৯ এপ্রিল, ২০১৮, কালের কণ্ঠ

সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারসহ পাঁচ দফা দাবিতে প্রায় ছয় ঘণ্টা রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরুদ্ধ করে রাখার পর চাকরিপ্রত্যাশী হাজারো তরুণকে লাঠিপেটা, রাবার বুলেট, জলকামান ও মুহুর্মুহু কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে সরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। এতে শতাধিক আহত হয়েছে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের। ব্যাপক পুলিশ অ্যাকশনের প্রতিবাদে আজ সোমবার থেকে সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ।

তবে শাহবাগে পুলিশের অ্যাকশনে আন্দোলনকারীরা ছত্রভঙ্গ হলেও একই সময় দেশের অন্যান্য জেলায়ও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধ করে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করে জেলাপর্যায়ের চাকরিপ্রত্যাশী তরুণ আন্দোলনকারীরা। রাত ১টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য, ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকা ও উপাচার্যের বাসভবনের সামনে কয়েক হাজার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী অবস্থান করছিল।

সমঝোতা প্রত্যাখ্যান রাজপথে শিক্ষার্থীরা

১১ এপ্রিল, ২০১৮, কালের কণ্ঠ

এক মাসের জন্য কোটা সংস্কার আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করার পরদিনই আবার আন্দোলনে ফিরল বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ। কৃষিমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদেই নতুন করে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। কোটা সংস্কারের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট ঘোষণা চেয়ে এবং আটক শিক্ষার্থীদের মুক্তি ও আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। কর্মসূচি ঘোষণার পরই কয়েক হাজার শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল করে।

কোটা সংস্কারের দাবিতে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও গতকাল আন্দোলনে নেমেছে। দুপুর থেকে তারা রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধ করায় ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা সোবহানবাগে, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ও এআইইউবির শিক্ষার্থীরা যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা রামপুরা ব্রিজের পূর্ব পাশে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে।

কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলন স্থগিতের ঘোষণা

১২ এপ্রিল ২০১৮, প্রথম আলো

চাকরিতে কোটা বাতিলের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণার পর কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলন করা সাধারণ ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতারা প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন কমিটির নেতারা।

সাধারণ ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক হাসান আল

মামুন বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ছাত্রসমাজের কথা বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন স্থগিত থাকবে।'

আহত ছাত্রদের সুচিকিৎসার জন্য আহ্বান জানান হাসান আল মামুন। এ ছাড়া কাউকে যেন হয়রানি না করা হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

এরপর কমিটির ৩ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল হক কয়েকটি দাবি পড়ে শোনান। এর মধ্যে আছে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা 'গেজেট' আকারে প্রকাশ করে এর দ্রুত বাস্তবায়ন, গ্রেপ্তার হওয়া আন্দোলনকারীদের নিঃশর্ত মুক্তি, আন্দোলনে 'পুলিশি নির্যাতনে' আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন, পুলিশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ৫টি মামলা প্রত্যাহার। এ ঘোষণায় বলা হয়, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ও নেতাদের পরবর্তী সময়ে কোনো রকম হয়রানি করা হলে আবার আন্দোলন করা হবে।

বিবিধ

পুলিশের পাহারার মধ্যেই জাফর ইকবালের উপর হামলা

০৩ মার্চ ২০১৮, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ সদস্যদের পাহারার মধ্যেই সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে আক্রান্ত হলেন অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

শনিবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ফেস্টিভাল চলাকালে জনপ্রিয় এই লেখককের উপর হামলা হয়, যখন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যরা তার পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে ক্যাম্পাসের মুক্তমঞ্চে ছিলেন জাফর ইকবাল, তার উপর হামলা হয়েছে পৌনে ৬টার দিকে।

হামলা চালানোর পর যে তরুণকে ধরে পিটুনি দিয়েছে শিক্ষার্থীরা, অনুষ্ঠান চলাকালে তাকে জাফর ইকবালের পেছনেই পুলিশ সদস্যদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে।

হামলায় জাফর ইকবালের মাথায় চারটি আঘাত এবং বাঁ হাত ও পিঠে ছুরিকাঘাতের জখম পেয়েছেন চিকিৎসকরা। ২৫ থেকে ২৬টি সেলাই পড়েছে তার শরীরে।

সিলেট ওসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জাফর ইকবালকে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে আনা হয়েছে।

পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেই কীভাবে এই হামলা হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।.. ..

ডেমু ট্রেনের চাপে বেসামাল রেল

০৫ মার্চ ২০১৮, প্রথম আলো

যাত্রীর চাপ সামাল দিতে ডেমু ট্রেন চালিয়ে এখন রেলওয়েই বিরাট চাপে পড়েছে। এই ট্রেনে যাত্রী পরিবহন করে পাঁচ বছরে রেলের আয় ১৯ কোটি ৪০ লাখ টাকা। আর খরচ ২৫ কোটি টাকা। ৬৫৪ কোটি টাকা দিয়ে মাত্র পাঁচ বছর আগে চীন থেকে কিনে আনা ২০ সেট ডেমু ট্রেনের ১১ সেটই এখন নষ্ট।

সাধারণত রেলের ইঞ্জিনের গড় আয়ু থাকে ২৫ বছর। আর বগির ক্ষেত্রে তা ২০ বছর। মেরামত করে ইঞ্জিন ও বগি আরও কয়েক বছর চালানো যায়।

জনসভার জনস্রোতে যৌন হয়রানি

০৮ মার্চ ২০১৮, বাংলা ট্রিবিউন

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে বুধবার ছিল রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আওয়ামী লীগের জনসভা। এজন্য রাজধানী ও আশপাশের জেলাগুলো থেকে সোহরাওয়ার্দীগামী জনস্রোত ছিল চোখে পড়ার মতো। ঐতিহাসিক দিবসটিকে নামা আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সঙ্গে পথে ছিলেন শহরে যানজট, আবার কোথাও যানবাহন না থাকার দুর্ভোগে আটকে পড়া নগরবাসীও। এই ভিড়ের মধ্যেই রাজধানীর বাংলামোটর, শাহবাগসহ ছয়টি এলাকায় যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন কিছু নারী- এমন অভিযোগ উঠে এসেছে। ইতোমধ্যে এমন অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামালও।.. ..

অভিযোগকারী নারীরা বলছেন, নানা কাজে বাসা থেকে বের হয়ে রাস্তায় যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। অশ্রাব্য ভাষায় গালি থেকে শুরু করে গায়ে বোতলের পানি ছিটিয়ে দেওয়া, বোতল ছুড়ে মারা এবং ঘিরে ধরে শারীরিকভাবে হেনস্তা করার মতো ঘটনা ঘটেছে। বেশিরভাগ ঘটনার সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা। অভিযোগকারী নারীদের মধ্যে কেউ কেউ ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে অভিযোগ জানালেও অনেকে মৌখিকভাবে অভিযোগ করেছেন।.. ..

কাঠমান্ডুতে ইউএস-বাংলার উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে অন্তত ৪৯ জন নিহত

১২ মার্চ ২০১৮, ডেইলি স্টার বাংলা

ঢাকা থেকে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে অন্তত ৪৯ জন নিহত হয়েছেন। ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়। নিহতদের মধ্যে ২৬ জন বাংলাদেশি নাগরিক।

দুর্ঘটনাস্থল থেকে উড়োজাহাজের ব্ল্যাকবক্সটি উদ্ধার করার বিষয়টি দ্য ডেইলি স্টারকে নিশ্চিত করেছেন কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জেনারেল ম্যানেজার রাজকুমার ছেত্রী।

তিনি জানান, নিহতদের মধ্যে ২৭ জন বাংলাদেশি এবং ২২ জন নেপালি।..

আগুনে পুড়ে ছাই মিরপুর বস্তির ৫ হাজার ঘর

১২ মার্চ, ২০১৮, বাংলা ট্রিবিউন

আগুনে মিরপুর ১২ নম্বরের বস্তির ৫ হাজার ঘর পুড়ে ছাই হয়েছে। স্থানীয় সাংসদ ইলিয়াস আলী মোল্লা একথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, বস্তির প্রায় সব ঘর আগুনে পুড়ে গেছে। এসব ঘরে প্রায় ২৫ হাজারের বেশি মানুষ থাকতো। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। বস্তিবাসীর দাবি, নাশকতা করে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তবে ইলিয়াস মোল্লার দাবি, এটা নাশকতা নয়, দুর্ঘটনা।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মিরপুর ১২ নম্বরের প্রায় ৭ বিঘা জমির ওপর চারটি বস্তিটি ছিল। এগুলো হলো, হারুনাবাদ, কবির মোল্লা, সাত্তার মোল্লা ও নাগর আলী মাতব্বর বস্তি। মূলত এমপি ইলিয়াস মোল্লার বাবা-চাচাদের জমিতে ৭৬ সাল থেকে এই বস্তি গড়ে ওঠে। ৩৫ বছরের পুরনো এ চার বস্তিতে ৫০০০ হাজার ঘর ছিল। এখানে ২৫ হাজারের বেশি মানুষ বাস করতো।.. ..

রিমান্ড শেষে কারাগারে অসুস্থ ছাত্রদল নেতার মৃত্যু

১২ মার্চ ২০১৮, জনকণ্ঠ

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অসুস্থ্য কারাবন্দি তেজগাঁও থানা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও ঢাকা মহানগর উত্তরের সহ-সভাপতি জাকির হোসেন মিলনের (৩৮) মৃত্যু হয়েছে।

নিহতের পরিবার অভিযোগ করেন, রিমান্ডে নির্মম নির্যাতনের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ায় জাকিরের মৃত্যু হয়েছে। গত ৬ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে এক মানববন্ধন কর্মসূচি থেকে সাদা পোষাকের পুলিশ জাকিরকে আটক করে। তাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে শাহবাগ থানায় তিন দিনের রিমান্ডে নেয় গোয়েন্দা পুলিশ। রবিবার রিমান্ড শেষে জাকিরকে পুলিশ আদালতে হাজির করলে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন বিচারক।.. ..

হাইপ্রেশার জোনে কূপ খনন করছে ওএনজিসি

১৭ মার্চ ২০১৮, সমকাল

মহেশখালীর কাঞ্চনে একটি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন করতে যাচ্ছে ওএনজিসি। তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে হাইপ্রেশার জোনে কূপ খনন করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, কাঞ্চনে

উচ্চচাপ এলাকার নিচে গ্যাসের মজুদ রয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশে এর আগে যেসব কূপ খনন করা হয়েছে, সেগুলো সাধারণ উচ্চচাপ এলাকায়। এর নিচে হাইপ্রেশার জোনে খোঁড়া হয়নি। ফলে এই স্তরের নিচের তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই পেট্রোবাংলার। ভূতত্ত্ববিদরা দীর্ঘদিন ধরে উচ্চচাপ এলাকা অতিক্রমের ওপর জোর দিচ্ছেন। তাদের মতে, বাংলাদেশের উচ্চচাপ এলাকার নিচে তেল-গ্যাস পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। .. ..

সম্প্রতি সাভারের সিঙ্গারাইয়ে ছয় হাজার গভীরতার একটি কূপ খননের জন্য নতুন রিগ (খনন যন্ত্র) কেনার পরিকল্পনা করেছিল বাপেক্স। কিন্তু শুধু একটি কূপের জন্য নতুন রিগ কেনা বিলাসিতা হবে এমন যুক্তিতে জ্বালানি বিভাগ এই প্রস্তাবনা বাতিল করে দেয়। বর্তমানে বাপেক্সের সবচেয়ে আধুনিক রিগ বিজয় ১০ হাজার মিটার খননে সক্ষম হলেও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি উচ্চচাপ সামলাতে অক্ষম। .. ..

ইউপিডিএফের সহযোগী সংগঠনের দুই নেত্রীকে অপহরণ

১৮ মার্চ ২০১৮, প্রথম আলো

সদর উপজেলায় একটি বাড়িতে ৮ থেকে ১০ জন অস্ত্রধারী হামলা চালিয়ে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) সহযোগী সংগঠনের দুই নারী নেত্রীকে অপহরণ করেছে।

আজ সকাল ৯টার দিকে রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কের পাশে অবস্থিত আবাসিক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

অপহৃত দুই নারী হলেন মন্তি চাকমা ও দয়াসনা চাকমা। মন্তি হিল উইমেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আর দয়াসনা ফেডারেশনের রাঙামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক।

দুর্বৃত্তরা ওই বাড়িটিও পুড়িয়ে দিয়েছে। তবে এর আগে দুর্বৃত্তরা সেখানে থাকা আরও দুজনকে গুলি ছুড়লে একজনের পায়ে গুলি লাগে। তবে দুজনে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। যুব ফোরামের সভাপতি ধর্মসিং চাকমা (গুলিবিদ্ধ) ও রাঙামাটি জেলা শাখার পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি কুনেন্দু চাকমা।

সক্ষমতা অব্যবহৃত তবু নতুন নতুন রেন্টাল কুইক রেন্টাল

এপ্রিল ০১, ২০১৮, বণিক বার্তা

বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর স্থাপিত উৎপাদন সক্ষমতা ১৬ হাজার মেগাওয়াটের বেশি। আর প্রকৃত উৎপাদনক্ষমতা (ডিরেটেড ক্যাপাসিটি) ১৩ হাজার মেগাওয়াটের মতো। সঞ্চালন সক্ষমতার উন্নয়ন হলেও এর বিপরীতে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন এখন পর্যন্ত ১০ হাজার মেগাওয়াট। সক্ষমতার বড় অংশ অব্যবহৃত থাকার পরও বেসরকারি খাতে রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র অনুমোদন পাচ্ছে। এসব কেন্দ্র থেকে উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয়ে লোকসান বাড়ছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি)। এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির লোকসানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি আইনের আওতায় দরপত্র ছাড়াই অনুমোদন পাচ্ছে নতুন এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকেও ২০০ মেগাওয়াটের একটি কেন্দ্রের সঙ্গে বাস্তবায়ন ও ক্রয় চুক্তি করেছে বিপিডিবি। সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীতে পাঁচ বছর মেয়াদি এ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করবে যৌথভাবে প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল ও বাংলাট্র্যাক লিমিটেড। ডিজেলভিত্তিক কেন্দ্রটি থেকে বিপিডিবি প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ কিনবে ২৫ সেন্ট বা ১৯ টাকা ৬৭ পয়সায়।

এছাড়া মার্চের প্রথম সপ্তাহে ফার্নেস অয়েলভিত্তিক ১৬২ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রর অনুমোদন পেয়েছে চ্যাং জু কোল পাওয়ার লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির স্থানীয় পার্টনার হিসেবে রয়েছেন তাহজিব আলম সিদ্দিকী এমপি ও নাইমুর রহমান দুর্জয় এমপি। মানিকগঞ্জে স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া ১৮ বছর মেয়াদি কেন্দ্রটি থেকে ইউনিটপ্রতি ৮ টাকা ৭৪ পয়সা দরে বিদ্যুৎ কিনবে বিপিডিবি।.. ..

ওয়ারীতে 'বন্দুকযুদ্ধে' কিশোর নিহত

০৭ এপ্রিল ২০১৮, সমকাল

রাজধানীর ওয়ারী এলাকায় পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' রাকিব হাওলাদার নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের দাবি, ১৯ বছর বয়সী রাকিব পেশাদার ছিনতাইকারী। সে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্র খন্দকার আবু তালহা হত্যার প্রধান সন্দেহভাজন। এ ছাড়া একাধিক ছিনতাইয়ের ঘটনায় সে অভিযুক্ত ছিল। এদিকে নিহতের স্বজনরা বলছেন, রাকিবের বয়স মাত্র ১২ বছর। বুধবার তাকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। সে কিছুটা দুষ্টু হলেও কোনো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। শিশুশিল্পী হিসেবে সে চলচ্চিত্রে অভিনয়ও করেছে। .. ...

সুন্দরগঞ্জে সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন নিয়ে পুলিশ-স্থানীয়দের সংঘর্ষ

১০ এপ্রিল ২০১৮, সমকাল

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার তিস্তা নদীর তীরবর্তী তারাপুর ইউনিয়নের খোর্দ্দা ও লাঠশালার চরে এক হাজার একর জমিতে ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন নিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে শুরু হয়ে ওই সংঘর্ষ সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলে। এসময় পুলিশের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষ, রাবার বুলেট ও টিয়ার সেল নিক্ষেপ, পুলিশকে অবরুদ্ধ করে রাখা, অগ্নিসংযোগ এবং ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে.. ..

পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার তিস্তা সোলার লিমিটেডের অধিগ্রহণকৃত জায়গায় বালু ভরাট নিয়ে আবাদি জমি ও বসত ভিটা রক্ষা সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের সঙ্গে তিস্তা সোলার লিমিটেডের লোকজনের মতবিরোধ দেখা দেয়। খবর পেয়ে থানার এসআই আলম বাদশা ফোর্স নিয়ে খোর্দ্দার চরে গেলে স্থানীয়দের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয় এবং এক পর্যায়ে সংঘর্ষ বাধে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাবার বুলেট, টিয়ার সেল ও ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে পুলিশ.. ..

২০১৭ সালে ২৬ অক্টোবর তিস্তা সোলার লিমিটেড ও সরকারের মধ্যে বিদ্যুৎ ক্রয় ও বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কেন্দ্র স্থাপনে এরইমধ্যে সাতশ' একর জমি ক্রয় করা হয়েছে। শুরু হয়েছে প্রাচীর, পাকা রাস্তা, আনসার ক্যাম্প, শিল্প পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, বালু ভরাট ও আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ।

১০ টাকা কেজি চালের জন্য বিক্ষোভ, গুলিবিদ্ধ ২ ও আহত শতাধিক

১২ এপ্রিল, ২০১৮, ইত্তেফাক

কুড়িগ্রামের রাজিবপুর উপজেলার কোদালকাটি ইউনিয়নে ১০ টাকা কেজি চাল না পাওয়ায় কার্ডধারীদের বিক্ষোভ মিছিলে সন্ত্রাসীদের হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ২জন এবং কোদালকাটি ইউপি চেয়ারম্যানসহ আহত হয়েছেন শতাধিক। কোদালকাটি ইউনিয়ন পরিষদে বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার সাথে জড়িত ডিলার তোতা প্রামানিককে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সরকারের বরাদ্দকৃত (ফেয়ার প্রাইজ) ১০ টাকা কেজি চাল না পাওয়ায় বুধবার কার্ডধারীরা স্থানীয় ইউপি সদস্য কামাল হোসেনের কাছে অভিযোগ করেন। তিনি ডিলার তোতার কাছে চাল না দেয়ার বিষয়টি জানতে চান। তোতা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ইউপি সদস্য কামাল হোসেনকে বেধরক মারপিট করেন।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কার্ডধারী ও এলাকাবাসী বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে ডিলারের দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি কোদাঁলকাটি ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে অবস্থান নিলে তোতা ও তার ভাড়াটিয়া লোকজন বিক্ষোভ মিছিলে অতর্কিত ভাবে শর্টগানের গুলি ও হামলা চালান। এতে উপজেলার চরসাজাই মন্ডলপাড়া গ্রামের মাহমুদুউলাহ ছেলে বিপ্লব (২৬), একই গ্রামের বেলালের ছেলে মন্ডল (৩৫) গুলিবিদ্ধ হন.. ..

কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালীন কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য

কোটা বাতিল ঘোষণার আগে

পটিয়া জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "মুক্তিযোদ্ধাদের কারণেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বিধায় তাদের অধিকার সবার আগে। মুক্তিযোদ্ধাদের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি সবাই সর্বাগ্রে অধিকার ভোগ করবে। সে কারণে চাকরিতে আমরা কোটার ব্যবস্থা করেছি। তাদের (মুক্তিযোদ্ধাদের) আত্মত্যাগের কারণেই তো আজকে চাকরির সুযোগ, আজকের এই স্বাধীনতা, মানুষের উন্নয়ন। যদি দেশ স্বাধীন না হতো তাহলে কোনো উন্নয়ন হত না, কারও কোনো চাকরিও হত না। কোনো উচ্চ পদেও কেউ যেতে পারত না। এ কথাটা ভুললে চলবে না। তাই তাদেরকে আমরা এই সম্মানটা দিচ্ছি।"- ২১ মার্চ, ২০১৮, *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*

কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী সংসদে বলেন, "মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানেরা সুযোগ পাবে না, রাজাকারের বাচ্চারা সুযোগ পাবে? তাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংকুচিত হবে?..... রাজধানীকেন্দ্রিক একটি এলিট শ্রেণি তৈরির চক্রান্ত চলছে। তারই মহড়া গতকাল আমরা দেখলাম।... পরিষ্কার বলতে চাই। মুক্তিযুদ্ধ চলছে, চলবে। রাজাকারের বাচ্চাদের আমরা দেখে নেব। তবে ছাত্রদের প্রতি আমাদের কোনো রাগ নেই। মতলববাজ, জামায়াত-শিবির, তাদের এজেন্টদের বিরুদ্ধে সামান্য শৈথিল্য দেখানো হবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলব এদের ক্ষমা নেই, ক্ষমা করা যাবে না। হয় তারা থাকবে, নতুবা আমরা থাকব।"- ১০ এপ্রিল, ২০১৮, *প্রথম আলো*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, "সরকারি চাকরিতে ১০ ভাগের বেশি কোটা সংরক্ষণ করা উচিত না। বিদ্যমান ব্যবস্থায় যে ৫৬ ভাগ কোটা রয়েছে তা অন্যায়। তবে কোটা সংস্কারের নামে কোনো সহিংস আন্দোলন গ্রহণযোগ্য নয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। রোববার যা দেখলাম তাতে মনে হচ্ছে আন্দোলন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। সব সময় শুভ বুদ্ধি জাগ্রত রাখা দরকার। তারা একটা দাবি করছে বলে অন্যায় উপায়ে দাবি আদায় করবে- এটা ঠিক নয়। দাবিটাও ন্যায্য হতে হবে, পথটাও ন্যায্য হতে হবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান হতে হবে।"- ১০ এপ্রিল, ২০১৮, *মানবজমিন*

অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, "কোটা বেশি রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের অসম্মানিত করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। কোটা একটা সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। কেউ যেন এ ব্যাপারটি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অসম্মানিত করার সুযোগ না পায়।... কোটাব্যবস্থা যুক্তিপূর্ণ হতে হবে। দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বর্তমানে বিদ্যমান কোটাপদ্ধতি সম্পর্কে আমি তেমন ভালো জানি না। তবে যতটুকু জেনেছি, তা সত্যি হলে এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না। বেসিক্যালি আমি কোটার পক্ষে না। এটা ফেয়ার না।"- ৯ এপ্রিল, ২০১৮, *প্রথম আলো*

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আকবর আলি খান বলেন, "বাংলাদেশের ক্যাডার নিয়োগে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে কোটা সিস্টেম। এর কারণে মেধাবীরা চাকরি পাচ্ছে না। কোটাকে অনেকে খারাপ, ভালো নয়, বাদ দেওয়া উচিত- এরকম বললেও এর বেশি কিছু বলেন না। বাংলাদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ২৫৭টি কোটা রয়েছে। পৃথিবীর কোনো দেশেই এমন উদ্ভট সিস্টেম নেই। বাংলাদেশের সংবিধানে কোটা চালু হয়েছে দরিদ্রদের উপরে তুলে নিয়ে আসার জন্য, কাউকে পুরস্কৃত করার জন্য নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কোটা সিস্টেম চালু হয়েছিল কারণ তাদের অবস্থা তখন খারাপ ছিল। কিন্তু এখন মুক্তিযোদ্ধার নামে যে কোটা দেওয়া হয় তা নিতান্তই অমূলক।" - ২০ জানুয়ারি, ২০১৮, *বিডিনিউজ ২৪ ডট কম*

কোটা বাতিল ঘোষণার পরে

কোটা বাতিল ঘোষণা দেয়াকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে বলেন, "আলোচনা হলো, একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ দিল, কেবিনেট সেক্রেটারিকে আমি দায়িত্ব দিলাম। তারা সে সময়টা দিল না। মানি না, মানব না বলে তারা যখন বসে গেল, আস্তে আস্তে সব তাদের সঙ্গে যুক্ত হলো। খুব ভালো কথা, সংস্কার সংস্কার বলে...সংস্কার করতে গেলে আরেক দল এসে বলবে আবার সংস্কার চাই। কোটা থাকলেই সংস্কার। আর কোটা না থাকলে সংস্কারের কোনো ঝামেলাই নাই। কাজেই কোটা পদ্ধতি থাকারই দরকার নাই। আর যদি দরকার হয় আমাদের কেবিনেট সেক্রেটারি তো আছেন। আমি তো তাঁকে বলেই দিয়েছি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বসে তাঁরা কাজ করবেন। সেটা তাঁরা দেখবেন। আমি মনে করি, এ রকম আন্দোলন বারবার হবে। বারবার শিক্ষার সময় নষ্ট হবে।

কয়েক দিন ধরে ইউনিভার্সিটিগুলোতে ক্লাস বন্ধ। পড়াশোনা বন্ধ। এরপর আবার ভিসির বাড়ি আক্রমণ। রাস্তাঘাটে যানজট। মানুষের কষ্ট। সাধারণ মানুষের কষ্ট। সাধারণ মানুষ বারবার কষ্ট পাবে কেন? এই বারবার কষ্ট বন্ধ করার জন্য, আর বারবার এই আন্দোলনের ঝামেলা মেটাবার জন্য কোটাপদ্ধতি বাতিল। পরিষ্কার কথা। আমি এটাই মনে করি, সেটা হলো বাতিল।

খুব দুঃখ লাগে যখন দেখলাম, হঠাৎ কোটা চাই না। কোট সংস্কারের আন্দোলন। আন্দোলনটা কী? লেখা পড়া বন্ধ করে দিয়ে রাস্তায় বসে থাকা। রাস্তায় চলাচল বন্ধ করা। এমনকি হাসপাতালে রোগী যেতে পারছে না। কর্মস্থলে মানুষ যেতে পারছে না। লেখাপড়া-পরীক্ষা বন্ধ করে বসে আছে। এ ঘটনা যেন সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। ডিজিটাল বাংলাদেশ আমিই গড়ে তুলেছিলাম। আজকে ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব, যা কিছুই ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলো তো আমাদেরই করা। আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষা দেব, সে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু গঠনমূলক কাজে ব্যবহৃত না হয়ে সেটা গুজব ছড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। একটা ছেলের মাথায় আঘাত লেগেছে। হঠাৎ একজন স্ট্যাটাস দিয়ে দিল যে সে মারা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়ে সব বেরিয়ে গেল।

আন্দোলনকারীদের একটি দাবিতে বলা আছে, যেখানে কোটায় পাওয়া যাবে না, মেধা থেকে দেওয়া হবে। এটা তো হচ্ছে। আমার দুঃখ লাগে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো প্রফেসর বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয় শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, তাঁরা আবার একই সুরে কথা বলছেন।"- ১১ এপ্রিল, ২০১৮, *প্রথম আলো*

অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, "...পরদিন খবর পেলাম পুরো ঢাকা শহরকে ছেলেমেয়েরা অচল করে দিয়েছে। একেকটা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজেদের এলাকার রাস্তা-ঘাট বন্ধ করে ফেলেছে। ঢাকা শহরের অবস্থা আমরা জানি, শহরের এক কোণায় কিছুক্ষণ ট্রাফিক বন্ধ থাকলেই কিছুক্ষণের মাঝে পুরো শহরে তার প্রভাব পড়ে। কাজেই শহরের বড় বড় ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা সবাই যদি নিজেদের এলাকাকে অচল করে রাখে, তার ফল কী ভয়াবহ হবে, সেটা চিন্তা করা যায় না। এই পদ্ধতিটি নতুন নয়, এর আগেও একবার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একই পদ্ধতিতে তাদের দাবি আদায় করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের সাত খুন মাপ, তারা যখন খুশি পুরো শহর, প্রয়োজন হলে পুরো দেশের মানুষকে জিম্মি করে ফেলতে পারে, তাদের কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। গ্রাম থেকে একটা মেয়ে যদি শহরে এসে গার্মেন্টসে একটা চাকরির চেষ্টা করতো, কিংবা কোনও একজন তার জমি বিক্রি করে মালয়েশিয়ায় চাকরি পাবার চেষ্টা করতো, তাহলে তাদের পাশে দেশের সব বড় বড় অধ্যাপক এসে দাঁড়াতেন না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের পাশে তারা এসে দাঁড়িয়েছেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা কিন্তু তাদের পাশে যারা দাড়িয়েছে তাদের সম্মানটুকু রক্ষা করেনি। তারা দেশের মানুষকে জিম্মি করে, যারা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল তাদেরও অপরাধী করে দিয়েছে। যদি আমি জানতাম, তারা এরকমটি করবে তাহলে তাদের দাবির বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে একশ হাত দূরে থাকতাম।"- ১২ এপ্রিল, ২০১৮, বাংলা ট্রিবিউন